দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 10 DEC 2017
পৃষ্ঠা 6 কলাম 5

উপবৃত্তি হ্রাসের সিদ্ধান্তটি যৌক্তিক নহে

প্রাথমিক হইতে শুরু করিয়া উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত উপবৃত্তি প্রদানের হার উদ্বেগজনকভাবে কমিয়া গিয়াছে। মূলত চলতি বাজেটে শিশু শিক্ষা বাবদ বরাদ্দ কম থাকার কারণেই এমনটা হইয়াছে। সম্প্রতি রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে আয়োজিত এক সেমিনারে উদ্বেগজনক এই তথ্যটি তুলিয়া ধরা হয়। প্রদত্ত তথ্যমতে, মোট তিনটি শিক্ষা কর্মসূচিতে এই হ্রাসের পরিমাণ ৭৩ শতাংশের মত। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, হঠাৎ করিয়া ব্যাপক হারে উপবৃত্তি হ্রাসের এই সিদ্ধান্তটি যৌক্তিক নহে। ইহাতে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়া যাইতে পারে। ব্যাহত হইতে পারে নারী শিক্ষার ক্রমবর্ধমান উন্নতির ধারাবাহিক সফলতাও। তবে এই ক্ষেত্রে গ্রাম ও চরাঞ্চলই অধিক ঝুঁকিপূর্ণ বলিয়া তাহারা মনে করেন। এমনকি একই কারণে নগরজীবনের দারিদ্র্যপীড়িত কিংবা স্বল্প আয়ের পরিবারগুলিতেও বিদ্যালয় হইতে শিক্ষার্থী ঝরিয়া পড়িবার আশঙ্কা প্রকট হইতে পারে।

আমাদের দেশের বাস্তবতায় উপবৃত্তি কর্মসূচিকে মানব সম্পদ উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। স্বল্প আয়ের পরিবারগুলির শিশুদের বিদ্যালয়ে ধরিয়া রাখিবার ক্ষেত্রে এই উপবৃত্তির বিশেষ ভূমিকা রহিয়াছে। বস্তুত নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করিবার উপায় হিসাবেই বেসরকারিভাবে ১৯৮২ সালে হইতে পরীক্ষামূলকভাবে ছাত্রী উপবৃত্তি প্রকল্প চালু হয়। পরবর্তী সময়ে বর্তমান সরকার এই উপবৃত্তি কর্মসূচিকে কয়েকটি ধাপে ঢালিয়া সাজাইয়াছেন। জানা যায়, বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতক (পাস) পর্যায়ে উপবৃত্তির ৫টি প্রকল্প চালু রহিয়াছে। ইহার ফলে বিগত কয়েক বৎসরে শিক্ষাখাতে যে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে, তাহাও বিভিন্ন পরিসংখ্যান হইতে সুস্পষ্ট। ২১ বছর পূর্বে অর্থাৎ ১৯৯৪ সালে মাধ্যমিক স্তরে যেখানে ছাত্রীদের ভর্তির হার ছিল ৩৩ শতাংশের মত, বর্তমানে তাহা ৬০ শতাংশের অধিক। অতএব শিক্ষার এই অগ্রগতিকে ধরিয়া রাখিতে উপবৃত্তি খাতে বরাদ্দ বাড়ানোই যথাযথ উদ্যোগ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

আমরা জানি, বর্তমান সরকার শিশু-কিশোরদের সার্বিক বিকাশের ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়া থাকেন। বর্তমান বাজেটেও ইহার প্রতিফলন সুস্পষ্ট। উল্লেখ্য যে, বর্তমান বাজেটে শিশু-কেন্দ্রিক বরাদ্দের প্রবৃদ্ধি প্রায় ২১ দশমিক ৪ শতাংশের মত। টাকার অংকে তাহা গত বাজেটের তুলনায় প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা বেশি। কিন্তু তাহাতে শিশুদের স্বাস্থ্যখাতসহ অন্যান্য খাতকে অধিক প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। যদিও ইহার ফলে অনগ্রসর শিশুরা অধিক সুযোগ-সুবিধা পাইবে, কিন্তু সুষ্ঠু শারীরিক বিকাশের পাশাপাশি যদি তাহাদেরকে শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদরূপে গড়িয়া না তোলা যায়, তবে দেশ আর্থ-সামাজিকভাবে পিছাইয়া পড়িতে বাধ্য। তাই উন্নয়নের ধারাকে টেকসই করিতে শিক্ষাখাতে—বিশেষ করিয়া উপবৃত্তি খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি অতীব জরুরি বলিয়া আমরা মনে করি।